দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 04 FEB 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৫

৪০

জনমত

শিক্ষা ব্যবস্থা যেভাবে চলছে

স্কুল, কলেজ, মেডিক্যাল, ইঞ্জি-নিয়ারিং কলেজ অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য ছাত্রছাত্রীদের কোচিং করতে হয়। স্কুল সার্টিফিকেট বা কলেজের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যও কোচিং-এর শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। আজ শিক্ষা ক্ষেত্রে কোচিং এর প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। কিন্তু কথা হল স্কুল-কলেজের পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হওয়ার পরও কেন ছাত্রছাত্রীদের কোচিং সেন্টারে ভর্তি হতে হয়? এর কারণ বোধ হয় এই যে কলেজগুলোতে যে মানের ওপর ভিত্তি করে উচ্চতর শিক্ষায় ভর্তি হওয়া যায় সেখানে সে মানের লেখাপড়া হয় না। সত্যিকার অর্থ দু একটি ব্যতীত কোন স্কুলেই লেখাপড়ার কোন পরিবেশ বা ব্যবস্থা নেই। যেহেতু স্কুলগুলোতে কোন লেখাপড়া হয় না সেহেতু এগুলো সারা বছর খোলা না রেখে শুধু বার্ষিক পরীক্ষার সময়টুকু খোলা রাখলেই বোধ হয় চলতে পারে। সরকারী স্কুলসহ সকল বেসরকারী স্কুলে মোট অংকের অনুদান দিয়ে যাচ্ছে। যেহেতু স্কুল সরকারী অনুদান পাচ্ছে তাই শিক্ষকদের বেতন বন্ধ হওয়ার কোন আশংকাই নেই। তাছাড়া সারা বছর স্কুল বন্ধ থাকলে শিক্ষকগণ প্রাইভেট পড়াতেও বেশ সুবিধা পাবেন। প্রয়োজনীয় ফি গ্রহণ করে বছরে শুধু একবার বার্ষিক পরীক্ষা নেয়া হবে। বিভিন্ন কমিনিউটি সেন্টারে পরীক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। স্কুল-কলেজের বিল্ডিংগুলোতে শিক্ষকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করা যাবে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাঠ রয়েছে সেখানে শিক্ষকদের অভিভাবকত্বে পশুপালন খামার প্রতিষ্ঠা করা হবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাংক থেকে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আশা করি শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অভিভাবকবৃন্দ বিষয়টি ভেবে দেখবেন।

জাহাঙ্গীর চাকলাদার
৩ পুষ্পরাজ সাহা লেন
লালবাগ, ঢাকা